কাদের ছায়ায় অন্ধকার দেশ

ভেবেছিলাম ভালোবাসা নিয়ে কিছু লিখব। কিন্তু জলহীন এ মরুভূমিতে ভালোবাসার বীজটা যে অ অঙ্কুরিতই রয়েছে তা বুঝতে পারলাম ভালোবাসার পরিবর্তে যখন চোখের সামনে ভেসে উঠছে প্রিয় মাতৃভূমির সন্ত্রাস, বোমাবাজি, হরতাল আর হত্যার বীভৎস রূপ। আমরা তো প্রবাসে প্রিয় জন্মভূমির এমন রূপটি চাই না। আজ দেশ গভীর সংকটে অদৃশ্য হায়েনার বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত। হত্যা, হরতাল, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি নামক অক্টোপাসের বাহুতে আবদ্ধ।

সরকারের কাছে আমাদের প্রশ্ন এখানেই, কেন সরকার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে ব্যর্থ? সত্য উদ্‌ঘাটনে সরকার যেমন ব্যর্থ, তেমনি ব্যর্থ বিরোধী দলও। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের দায়িত্বও কম নয়। আসুন আমরা সবাই দেশকে ভালোবাসি।

মো ঃ বজলুর রশীদ
Rashid 8732@yahoo.com, ত্রিপলি, লিবিয়া

ভয় হয়

সত্যি আমরা কি বাংলাকে ভালোবাসি? যে বাংলার জল-হাওয়ায় আমাদের শিরা-উপশিরা বেড়ে উঠেছে, আজ সেই বাংলার প্রস্ফুটিত ফুলগুলোকে একে একে ধ্বংস করছি। এই কি আমাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারী-পুরুষ যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে অকাতরে প্রাণদান করেছে, তাদের বলিদানের উপহার কী বোমাবাজি, অরাজকতা শোষণ, নির্যাতন, খুন ধর্ষণ, নিপীড়ন?

শঙ্কা গ্রাস করে, না জানি কখন হারাতে বসি মেয়েটাকে। আমার মেয়েটি কি পারবে নিজেকে মানুষখেকো হিংস্র বাঘগুলোর থাবা থেকে রক্ষা করতে? আমি সব সময় তাকে সাহস যোগাই। তবু মনটা দুরুদুরু কাঁপে পথে যদি কোনো বখাটে তার গতিরোধ করে! নানা ভাবনা আমার মাঝে ভর করে। আমি কিছুতেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারি না। প্রহরের পর প্রহর এমনিতেই কেটে যায়।

আয়শা রহমান, প্রান্তিক খ
তাপসী রাবেয়া হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি

কোথায় চলছে আমাদের এ দেশ? কোন অতলে? কেন আমাদের প্রিয় মৃত্তিকার আজ এ করুণ দশা? আগে প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠক ফোরামে নিয়মিত লিখতাম। তখন ভাবতাম, যে দেশের জন্য লাখ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে, যে দেশের মানুষ মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য রাজপথকে রক্তে রঙিন করেছে, সে দেশ এমনি করে ধুঁকে ধুঁকে নিঃস্ব হতে পারে না। কিন্তু এক বছর আগের পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতিতে কোনো উন্নতি লক্ষ্য করছি না। কোথাও কেউ আশার কথা যুক্তির ছোঁয়ায় উপস্থাপন করছে না। আমার চারদিকে শুধু দীর্ঘশ্বাস। হতাশার তীব্রতা প্রত্যাশার সীমানাকে বিলীন করে দিয়েছে। সবাই বলে, এ দেশ ছেড়ে চলে যাও। কিন্তু কোথাও যেন আত্মার অদৃশ্য সুতোর টান অনুভব করি। এরকম কাপুরুষের মতো, অকৃতজ্ঞের মতো যে দেশ আমার জন্মভূমি, যে দেশ আমাকে লালন-পালন করেছে তাকে পরিত্যাগও করতে পারছি না। যে হাজার বছরের সংস্কৃতি আমাদের সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা পালনেও আজ পুলিশ লাগে, ডক স্কোয়াড লাগে, লাগে র‍্যাব। মৃত্তিকায় করুণ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। আমাদের নীতিনির্ধারকরা শুনতে পাচ্ছেন কি?

সাইফ মাহমুদ পরাগ
ঢাকা সিটি কলেজ
Saief14@yahoo.com

ঐতিহ্যবাদী মৃত্যুফাঁদ

বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের 'মৃত্যুফাঁদ' ঐতিহ্য বহুদিনের, সুমীর মতো তাজা প্রাণ ও কাওসার স্যারের মতো পন্ডিত শিক্ষকের জীবন এ রাস্তায় অকালে ঝরে গেছে এবং এ কারণেই পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অন্তর উৎসারিত আন্দোলনের বরাতে স্থাপিত হয়েছিল একাধিক গতিরোধক স্পিডব্রেকার, যেন আর কাউকে পড়াশোনা করতে এসে অথবা পড়াতে এসে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে না হয়। শিক্ষার্থীদের দাবির বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রশাসনপক্ষীয় রেওয়াজ ভেঙে প্রশাসনও গতিরোধক স্থাপনে উদ্যোগী সমর্থন ও সহায়তা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই কতক উর্বর মস্তিষ্কের বুদ্ধিতে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো গতিরোধকগুলো। আমরা স্তব্ধ, আমরা ক্লান্ত। নতুন কোনো বন্ধু, সহপাঠী বা শিক্ষকের লাশে পরিণত হওয়ার নিয়তি সহ্য করার জন্যই এখন আমাদের অপেক্ষা। জানি এখনো আন্দোলন হবে, গতিরোধক স্থাপনের মেলোড্রামা অভিনীত হবে এবং হঠাৎ করেই একদিন 'ঝোপ বুঝে কোপ মারা'র মতো ভেঙেও ফেলা হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল কতদিন এভাবে চলবে?

নাদিমুল হক মন্ডল নাদিম
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছোট পর্দা বড় পর্দা

১৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় অভিনেতা ফেরদৌসের সাক্ষাৎকার পড়লাম। 'নাটকে কাজ করাটা ছিল আমার কেরিয়ারের সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং ভুল সিদ্ধান্ত' এ কথাটি বলে ফেরদৌস সম্ভবত তার অক্ষমতাকে আড়াল করতে চেয়েছেন। এ মুহূর্তে ঢাকাই চলচ্চিত্রের 'যা কিছু

প্রতিক্রিয়া: ভালোবাসা দিবস সংখ্যা

'ভালোবাসা দিবস সংখ্যা ২০০৫' পড়তে গিয়ে চোখ আটকে গেলো 'আকাশ-নীলা' নামক গল্পটির দিকে। যতদূর মনে পড়ছে, 'সাপ্তাহিক যায়যায়দিন' পত্রিকার কোনো এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত এই গল্পটি ২০০০-এর বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটিতে লেখিকার মৌলিক রচনা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা বেশ কৌশলী ছিলেন বলা যায়। এ ধরনের বিশেষ প্রবৃত্তির ধার করা সম্পদে ধনবান হতে চাওয়া-রা সব ক্ষেত্রেই পার পেয়ে গেলেও দেশের অগণিত পাঠক সমাজের কথা একেবারেই ভুলে যান, হয়ে পড়েন অতি আত্মবিশ্বাসী। হুবহু গল্পটি না লিখে, একটু চেষ্টা করলে কি লেখিকার খুব ক্ষতি হতো? আবার 'গাঁদা' নামক গল্পটিও আলিমুল আল রাজি (রাজন) নামে প্রকাশিত হয়েছে ২০০০-এ। অথচ একই গল্প একই নামে রয়েছে সাপ্তাহিক যায়যায়দিনের ভালোবাসা সংখ্যার (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫) পৃষ্ঠা ৬১-তে সেনপাড়া, মিরপুরের সারওয়ার জামান চন্দনের লেখা হিসেবে। প্রকৃত তথ্যটি কি ২০০০ বলবে আমাদের?

অবাক
Soptorsi 2003@hotmail.com

আমরা দুঃখিত। এই লেখকের আর কোনো লেখা আমরা প্রকাশ করবো না।- **বি.স.**

ভালো' 'যতটুকু ভালো' তার সবটুকুই প্রায় ছোট পর্দার অবদান। ছোট পর্দার নির্মাতা, কাহিনীকার, কুশীলব সবাই এখন আমাদের বড় পর্দাকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ছোট পর্দায় বিনে পয়সায় দেখা গেলে বড় পর্দায় পয়সা দিয়ে কেন দেখতে যাবে বলে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি।
এ প্রজন্মের শ্রাবন্তি, অপিকে বড় পর্দায় দেখার জন্য আমরা পকেটের পয়সা খরচ করি। ফেরদৌস, ছোট পর্দায় কাজ করে আপনার কেরিয়ারের ক্ষতি হয়েছে এটা ঠিক বলেননি।

আজমত রানা
ঠাকুরগাঁও রোড, ঠাকুরগাঁও

দৃষ্টি আকর্ষণ

সংবাদপত্র ও হকার্স ইউনিয়ন

সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকার নামাঙ্কিত পোশাক পরে, পত্রিকার লোক পরিচয় দিয়ে প্রতারণার সংবাদ কমবেশি সকলেরই জানা। আমাদের দেশে কোনো জাতীয় দৈনিক বা সাপ্তাহিকে নিজস্ব পরিচয়বাহী বিশেষ পোশাক নেই। পত্রিকায় কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, পত্রিকাবাহী গাড়ির চালক-হেলপার এবং হকাররা পত্রিকার নামাঙ্কিত শার্ট পরিধান করে থাকে। মোট কথা, পত্রিকার কোনো পর্যায়ের সংবাদকর্মীরা ইউনিফর্ম ব্যবহার করেন না। মাঝে মধ্যে আলোকচিত্রীরা পত্রিকার নামাঙ্কিত জামা পরিধান করে থাকেন। ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ও সংবাদপত্র হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ অফিসের কর্মচারী এবং বিক্রয়কর্মীরা একাধিক পত্রিকার ইউনিফর্ম পেয়ে থাকেন। শোনা যায়, তাদের কাছ থেকে পত্রিকার নামাঙ্কিত জামা কিনে কিংবা ধার নিয়ে এক শ্রেণীর লোক জনসাধারণের সঙ্গে পত্রিকার লোক পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে আসছে। অনেকেই জানেন না পত্রিকার নামাঙ্কিত জামা কারা পেয়ে থাকে, কারা পরিধান করে থাকে। পত্রিকার নামাঙ্কিত জামা ব্যবহার করে কেউ যাতে নিরীহ জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমরা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এবং সংবাদপত্র হকার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবদুল মকিম চৌধুরী, ঢাকা হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

পর্যটন মোটেল!

'পর্যটন মোটেলে থাকুন, বাংলাদেশকে দেখুন'- রাঙামাটি পর্যটনের মোটেলে ঢোকার মুখেই চোখে পড়লো লেখাটা। কিন্তু ঘরে ঢুকেই আমার স্বপ্নভঙ্গ হলো। ঘরটা দায়সারা গোছানো আর বাথরুমে গিয়ে দেখি অবর্ণনীয় অবস্থা! ভেবেছিলাম কোনো অভিযোগ করবো না সহ্য করে নেব সবকিছু। কিন্তু মনটাকে সান্ত্বনা দিতে অভিযোগ করে উত্তর পেলাম- 'নানা ধরনের মানুষ আসে, তাই এরকম অবস্থা' কথাটা শুনে আমার মাথায় বজ্রপাত। কাপ্তাই লেকে যেসব নৌকা চলছে সেগুলোর কোনায় ২/৩টা ময়লা 'লাইফজ্যাকেট' পড়ে থাকতে দেখেছি। অথচ বড় নৌকাগুলোতে ৩০-৩৫ জন করে মানুষ চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয়, দুর্ঘটনা না ঘটলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চৈতন্য হবে না। পর্যটনমন্ত্রী সাহেব, পর্যটকরা যেমন মিলাদ পড়তে এ দেশে আসে না, ঠিক তেমনি মদের দাম কমিয়ে এ দেশে পর্যটনের উন্নতি আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। রিসেপশনে 'রোবট' টাইপের মানুষের পরিবর্তে হাস্যোজ্জ্বল, স্মার্ট লোকদের দেখতে চাই এবং পর্যটনে আমাদের মডেল হওয়া উচিত মালয়েশিয়া। প্লিজ, এক্সপার্ট এনে সব সমস্যা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে অন্যথায় সন্ত্রাস ও দুর্নীতিগ্রস্ত এই দেশে কোনোদিনই পর্যটন শিল্প বিকাশ লাভ করতে পারবে না।

খালেদ শওকত রোমেল
k-haled 13@ hotmail.com

বিসিএস এবং পিএসসি'র মিথ্যাচার

রমনা থানায় পরীক্ষার আধ ঘন্টা আগে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রসহ জেনারেল ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে এবং পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর দেখা গেছে তা হুবহু মিলেও গেছে। এরপরও পিএসসি কর্তৃপক্ষ বলছেন, অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমরা তো ছোটবেলা থেকেই শিখে এসেছি কোনো অবৈধ/অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হলে প্রথমে থানায় যেতে হয়। পিএসসিতে কি জিডি করার ব্যবস্থা আছে? পিএসসি কর্তৃপক্ষের উচিত এই প্রতিষ্ঠানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে এই পরীক্ষা বাতিল করা। নতুবা পিএসসি সম্পর্কে বাতাসে যেসব কথা ভেসে বেড়ায় তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন সবাই। ২৪তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন দ্বিতীয়বারের মতো ফাঁস হলেও তখন প্রায় ৪৬০০০ পরীক্ষার্থীকে টিকিয়ে কোনো রকমে ব্যাপারটি ধামাচাপা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রিলিমিনারি এবং লিখিত পরীক্ষা ব্যাপারটি ভিন্ন। প্রিলিমিনারী পরীক্ষার নম্বর চূড়ান্তভাবে বিচার করা হয় না কিন্তু লিখিত পরীক্ষার নম্বর হয়। যে ছেলে গণিতে প্রশ্ন পেয়ে ৯০ পাবে সে তো অনেক এগিয়ে যাবে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের তুলনায়। পিএসসির বোধোদয় হবে আশা করি।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বোরকা পরতে রাজি না হওয়ায়

'ভাঙ্গুড়ায় বোরকা পরতে রাজি না হওয়ায় এক ছাত্রীকে বেদম মারধর' শিরোনামের একটি সংবাদ ২০ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয়েছে, ৯ ফেব্রুয়ারি পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলা অষ্টমনিষা হাসিনা মোমিন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর ধর্ম ক্লাসে বোরকা পরতে রাজি না হওয়ায় ছাইদা পারভীন নামে এক ছাত্রীকে বেদম প্রহার করেছে শিক্ষক আবদুল হালিম। জানতে পারলাম, বাংলাদেশের একজন স্কুলশিক্ষকের কাহিনী এবং বুঝলাম দেশটা মৌলবাদের শিকড়ে আঁকড়ে গেছে। ছাইদা পারভীনের বোরকা পরতে ইচ্ছা না থাকায় সে পরেনি। সংবাদ সূত্রে জানতে পারি যে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি নন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেনও এ ব্যাপারে কোনো সুবিচারের ব্যবস্থা করেননি। ছাইদা পারভীন এখন লজ্জায় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বালিকা বিদ্যালয় এবং কলেজের কিছু কিছু শিক্ষিকই ছাত্রীদের ওপর অন্য রকম আচরণ করে। বালক-বালিকা আলাদা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বৈষম্য সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই বালক-বালিকা আলাদা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাতিল করাই যুক্তিসঙ্গত। শেষে ছাইদা পারভীনের পক্ষ হয়ে শিক্ষক আবদুল হালিমের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

পপেন ত্রিপুরা, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

স্বপ্ন এবং বাস্তবতা

প্রায়ই টিভিতে মিনা রাজু আর মিঠুর কার্টুনটা দেখি। খুব ভালো লাগে। অন্যরকমের ভালো লাগা আমাকে স্পর্শ করে। কার্টুন দেখতে দেখতে আমি চলে যাই আমার কল্পনার রাজ্যে। আমাদের কাজ হচ্ছে বঞ্চিত, ক্ষয়েপড়া বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অলি-গলিতে শিক্ষার সঠিক আলো পৌঁছে দেয়া, যেখানে প্রত্যেকটি শিশু পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে, সবাই দলবেঁধে স্কুলে যাচ্ছে, যেখানে শিশুশ্রম সম্পূর্ণ বন্ধ, যেখানে বাবা-মা দাদীসহ আমাদের সুখী সংসার, যাদের প্রত্যেকটি প্রতিবেশী খুব সহযোগী মনোভাবাপন্ন, যেখানে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য আছে, তিনটি ইচ্ছে পূরণের সুযোগ রয়েছে। এগুলো ভাবতে ভাবতে আমি চলে যাই ভিন্ন জগতে। আচ্ছা, আমার কল্পনার তৈরি স্বপ্নগুলো কি আমরা তিন সত্যি করতে পারি না? অবশ্যই আমাদের ঐক্য চেষ্টায় এগুলো হয়তো আমরা করতে পারি। কার্টুনের মিনা-রাজু কিন্তু আমাদেরই অংশ। ওরা আমাদের পথ দেখানো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। আমরা প্রত্যেকে যদি আমাদের মনের ভেতর বাস করা সুন্দর স্বপ্নগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি তবে খুব বেশি দিন নয়, যখন আমরা সবাই মিনা রাজু আর মিঠুকে নিয়ে সুখী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো।

মাহফুজ টিটু, বাংলাদেশ প্রধান
সুইস বাংলাদেশ কালচারাল ক্লাব

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০